বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইত্তেফাক

৪৩

তারিখ 10 MAR 1987 পৃষ্ঠা ... কলাম 2

মোহসিন হলে বোমা বিস্ফোরণে ছাত্রদল নেতা বাবলু নিহত ॥ আহত ৪

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহসীন হলের চারতলায় ৪২৬ নম্বর কক্ষে একটি হাতবোমার বিস্ফোরণে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু প্রাণ হারাইয়াছেন। ইহা-ছাড়া, ৪ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ঘটনার পর হইতে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। বিস্ফোরণের পর পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে। ভার্সিটি এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়।

বেলা পৌণে ৩টার সময় মোহসীন হলের ৪২৬ নম্বর কক্ষে বিকট শব্দে এই বিস্ফোরন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হলের ছাত্রগণ ভীতসন্ত্রস্থ হইয়া পড়ে। নীচ তলার ছাত্রগণ চারতালার উল্লিখিত কক্ষে ছুটিয়া যায়। তখন গুরুতররূপে আহত বাবলুসহ পাঁচজন ছাত্র মেঝেতে কাতরাইতেছিল। বিস্ফোরণে ৪২৬ নম্বর কক্ষের পার্শ্বের দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়ে এবং অপর একটি দেওয়ালে ফাটল ধরে। বিস্ফোরণের ফলে চারতলার মেঝে ছিদ্র হইয়া গিয়াছে।

গতকাল রাত পৌনে বারোটায় একদল পুলিশ মহসিন হলে প্রবেশ করে। তাহারা বোমা বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত ৪২৬ নং কক্ষ সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি কক্ষে তল্লাশী চালায়। হলে অবস্থানরত ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম ছিল।

ছাত্রগণ গুরুতর আহত বাবলুকে পিজি হাসপাতালে এবং ময়েনউদ্দিন, ইউসুফ ও নূর মোহাম্মদকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দ্রুত ভর্তি করেন। আহত পঞ্চম ছাত্র কোথায় আছে, তাহা জানা-যায় নাই। সন্ধ্যা ৬-২০ মিনিটে বাবলু মারা যায়।

পুলিশ জানায়, এই বোমা (শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বোমা বিস্ফোরণে নিহত বাবলু —ইত্তেফাক

মোহসিন হলের ঘটনা সম্পর্কে সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম,এ, মতিন গতকাল (সোমবার) জাতীয় সংসদের সান্ধ্য অধিবেশনে এক বিবৃতিতে বলেন, মোহসিন হলে বোমাবিস্ফোরণে ১ জন ছাত্র নিহত ও ৪ জন ছাত্র আহত হইয়াছে। ডাঃ মতিন মোহসিন হলের ঘটনা সম্পর্কে প্রথমে যে বিবৃতিদেন তাহাতে তিনি ৫ জন ছাত্রের আহত হওয়ার কথা জানান। তিনি বলেন, (২য় পৃঃ দ্রঃ)

তারিখ 10 MAR 1987

দৈনিক ইত্তেফাক ... ১ কলাম ২ ...

মোহসিন হলের ঘটনা

(১ম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মহসিন হলে বোমা বিস্ফোরণে ৫ জন ছাত্রনেতা গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন এবং আহতদের মধ্যে একটি ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলুও রহিয়াছেন। তাহাদের পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে এবং সকলের অবস্থাই আশংকাজনক। তন্মধ্যে বাবলুর অবস্থা বেশী আশংকাজনক। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে মাহবুবুল হক বাবলু মারা গিয়াছেন।

সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৩০০ ধারা বলে প্রদত্ত এই বিবৃতিতে উপপ্রধান মন্ত্রী উক্ত মর্মান্তিক ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া আরও বলেন, ব্যাপারটি আলোচনা হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণ রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনে কমিটি করা দরকার।

মুলতবী প্রস্তাব গৃহীত

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে গত রবিবারের বোমা-গুলীজনিত ঘটনা জাতীয় সংসদে আলোচনার জন্য মুসলীম লীগের আইনুদ্দিন আনীত একটি মুলতবী প্রস্তাব ডেপুটি স্পীকার এম, কোরবান আলী গতকাল (সোমবার) গ্রহণ করিয়াছেন। স্পীকার জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়া পরে দিনের কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হইবে।

আওয়ামী লীগের এডভোকেট আসাদুজ্জামান ও গ্রুপের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তাহাদের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উপর প্রদত্ত মুলতবী প্রস্তাবের নোটিস সম্পর্কে জানিতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ এম এ মতিন বলেন, এসব ঘটনা আলোচনা হওয়া দরকার।

বোমা বিস্ফোরণে বাবলু নিহত

(১ম পৃঃ পর)

বিস্ফোরণে মাহবুবুল হক বাবলু (২৭) নিহত এবং অপর ৩ জন যুবক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। মায়েনউদ্দিন, নূর মোহাম্মদ ও ইউসুফকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। পুলিসের অভিযোগে বলা হয়, উল্লিখিত কক্ষে আহত ব্যক্তিরা বোমা তৈরীর সময় এই বিস্ফোরণ ঘটে।

গতরাতে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির এক জরুরী সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, মাহবুবুল হক বাবলুর হত্যা একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এফ, রহমান হলের দিক হইতে নিক্ষিপ্ত বোমার বিস্ফোরণেই বাবলুর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকগণ ঘটনাস্থলে যান। ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আবদুল মান্নান এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ইমাজউদ্দিন আহমদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন।

বিভিন্ন হলের ছাত্রগণ মিছিল লইয়া পিজি হাসপাতালে যায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছাত্রদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাত ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্রগণ পি,জি,র সামনে বাবলুর লাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দর্শন বিভাগ মাষ্টার্সের শেষবর্ষের ছাত্র মাহবুবুল হক বাবলুর বাড়ী নরসিংদীর মনোহরদী গ্রামে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও ছাত্রদের তত্ত্বাবধানে বাবলুর লাশ গত রাতে পি,জি, হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ইমাজউদ্দিন আহমদ এবং মোহসীন হলের প্রভোষ্ট ডঃ এস, এম, এ, ফয়েজও উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ, বাবলুর আত্মীয়স্বজন এবং ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার পর পিজি হাসপাতাল চত্বরে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, ময়না তদন্তের জন্য আজ মঙ্গলবার সকালে বাবলুর লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হইবে এবং আজ বিকাল ৩টায় বটতলায় তাহার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হইবে। ছাত্র নেতা নীরুও ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। নীরু অভিযোগ করেন যে, এফ, রহমান হল হইতে কথিত বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ইহার পর ছাত্রগণ পিজি হাসপাতাল ত্যাগ করে।

একজন ডাক্তারের মতে, মাথায় গুরুতর যখমের দরুন বাবলুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। গত মাঝরাতের মধ্যে বাবলুর পিতামাতার ঢাকায় পৌঁছার কথা।

বাসস হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়া জানায়, মীরপুরের লালকুঠির সন্নিকটে বোমা বিস্ফোরণে আরও দুই ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। কিন্তু পুলিশ জানায়, মীরপুরের লালকুঠি এলাকায় গতকাল কোন বিস্ফোরণ ঘটে নাই।

বোমা বিস্ফোরণের খবর পাইয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রের কর্মরত রিপোর্টার ফটো গ্রাফারগণ মোহসীন হলে যাওয়ার চেষ্টা করিলে কিছু সংখ্যক ছাত্র হলের প্রবেশ মুখে তাহাদের বাধা দেয় এবং তাহারা ফিরিয়া সীন হলে ৪২৬ নম্বর কক্ষে বাবলু অবস্থানকালে পার্শ্ববর্তী এফ রহমান হল হইতে 'জাতীয় পার্টির সশস্ত্র গুণ্ডারা' সেই কক্ষ লক্ষ্য করিয়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বোমা নিক্ষেপ করে। মারাত্মকভাবে আহত বাবলু সন্ধ্যায় পিজি হাসপাতালে প্রাণ হারায়। বিএনপি আদমজীর সভায় হামলা ও মোহসীন হলের বোমাকে গণতান্ত্রিক কর্মীদের উপর ফ্যাসীবাদী হামলা হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে, সঙ্কট সমাধানে ব্যর্থ হইয়া ক্ষমতাসীনরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর নগ্ন হামলা চালাইয়াছে। বিএনপি উল্লেখ করে, জেল, জুলুম, হত্যা, নির্যাতন চালাইয়া কোনদিন আন্দোলন স্তব্ধ করা যায় না।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন: সংগ্রামী ছাত্রজোট ও কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আহুত হরতালের প্রস্তুতি মুহূর্তে সরকারের মদদপুষ্ট দুস্কৃতিকারীরা গতকাল দুপুরে মোহসীন হলের ৪২৬ নম্বর কক্ষে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য নিক্ষেপ করে। বিস্ফোরকটি প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হইলে উক্ত কক্ষে বিশ্রামরত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু সংগঠনের দুইজন কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়। পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরের পর মাহবুবুল হক বাবলুর মৃত্যু ঘটে। বিবৃতিতে বলা হয়, যাহারা নারায়ণগঞ্জে বেগম খালেদা জিয়ার জনসভা গুলী, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজের মাধ্যমে পণ্ড করিয়া দিয়াছিল, তাহারাই মোহসীন হলের এই ঘটনার জন্য দায়ী। সেলিম-দেলোয়ার ও রাউফুল বসুনিয়ার হত্যাকাণ্ডের মতই পরিকল্পিতভাবে বাবলুর জীবননাশ করা হইয়াছে।

সংগ্রামী ছাত্র জোট বাবলুর মৃত্যুকে গণতান্ত্রিক শক্তির উপর স্বৈরাচারের অব্যাহত হামলার অংশ হিসাবে অভিহিত করিয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছে, সরকারের মদদপুষ্ট দুস্কৃতকারীরা পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালাইয়া বাবলুকে হত্যা করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উভয় অংশ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে মাহবুবুল হক বাবলুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছে। নাজমুল হক প্রধান স্বাক্ষরিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতিতে বলা হয়ঃ হরতালের প্রাক্কালে এই হত্যাকাণ্ড সরকারের সামগ্রিক চক্রান্তের অংশ মাত্র।

ছাত্রলীগ (জ-লু), ইসলামী ছাত্রশিবির (সুলতান), জাতীয় ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ পৃথক পৃথক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বাবলুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, এই ঘটনা সরকারের দমননীতি ও ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী ও ইসলামী ছাত্র শিবির (তাহের) পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বাবলুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছে।

অলি আহাদ, গাজী শহীদুল্লাহ, এডভোকেট গরীব নেওয়াজ, নুরুন্নবী ও এস,এম, আজিজুল হক শাহজাহান প্রমুখ ছয় দলীয় নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে বাবলুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, সরকার [illegible]